মুক্তিযুদ্ধের ছড়া-কবিতা

গোলাম কিবরিয়া পিনু

গোলাম কিবরিয়া পিনু-এর জন্ম ৩০শে মার্চ ১৯৫৬, গাইবান্ধায়। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছেন। শিশু-কিশোর সংগঠন 'খেলাঘর' সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন । জাতীয় কবিতা পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলা একাডেমী'র জীবন সদস্যসহ অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্ত। দেশে ও দেশের বাইরের বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক সম্মান (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এবং স্নাতকোত্তর; পিএইচ.ডি।

প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। পেশাগতভাবে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকতা, সম্পাদনা ও এডভোকেসি কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। বর্তমানে একটি সংস্থার কর্মকর্তা।

প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ : খাজনা দিলাম রক্তপাতে, ঝুমঝুমি ও এক কান থেকে পাঁচকান। এবং অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রকাশক
মোঃ গফুর হোসেন
রিদম প্রকাশনা সংস্থা
রুমি মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আজিজুর রহমান

বর্ণবিন্যাস
আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই
বিকল্প পুস্তক বাঁধাইকারক, ঢাকা

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

MUKTIJUDDER CHHORA-KOBITA : by Golam Kibria Pinu. Published by Md. Gofur Hossain. Rhythm Prokashona Sangstha. Rumi Market .68-69 Pyari Das Road. Dhaka-1100 Mobile : 01711328720. 01718565208. Date of Publication February 2010.

E-mail : rhythm prokashona@yahoo.com

Price : 80.00 US $ 4

ISBN 984-70288-0056-1

উৎসর্গ

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

GRONTHO.COM

এই মাটি

এই মাটি পলিমাটি
এই মাটি লাল,
এই মাটি বীরমাটি
শত্রুর কাল,
এই মাটি ভালোবেসে
পায়ে পায়ে তাল,
লড়েছিল বাঙালিরা
একাত্তর সাল,
এই মাটি ছুঁয়ে যেন
বাঁচি চিরকাল।

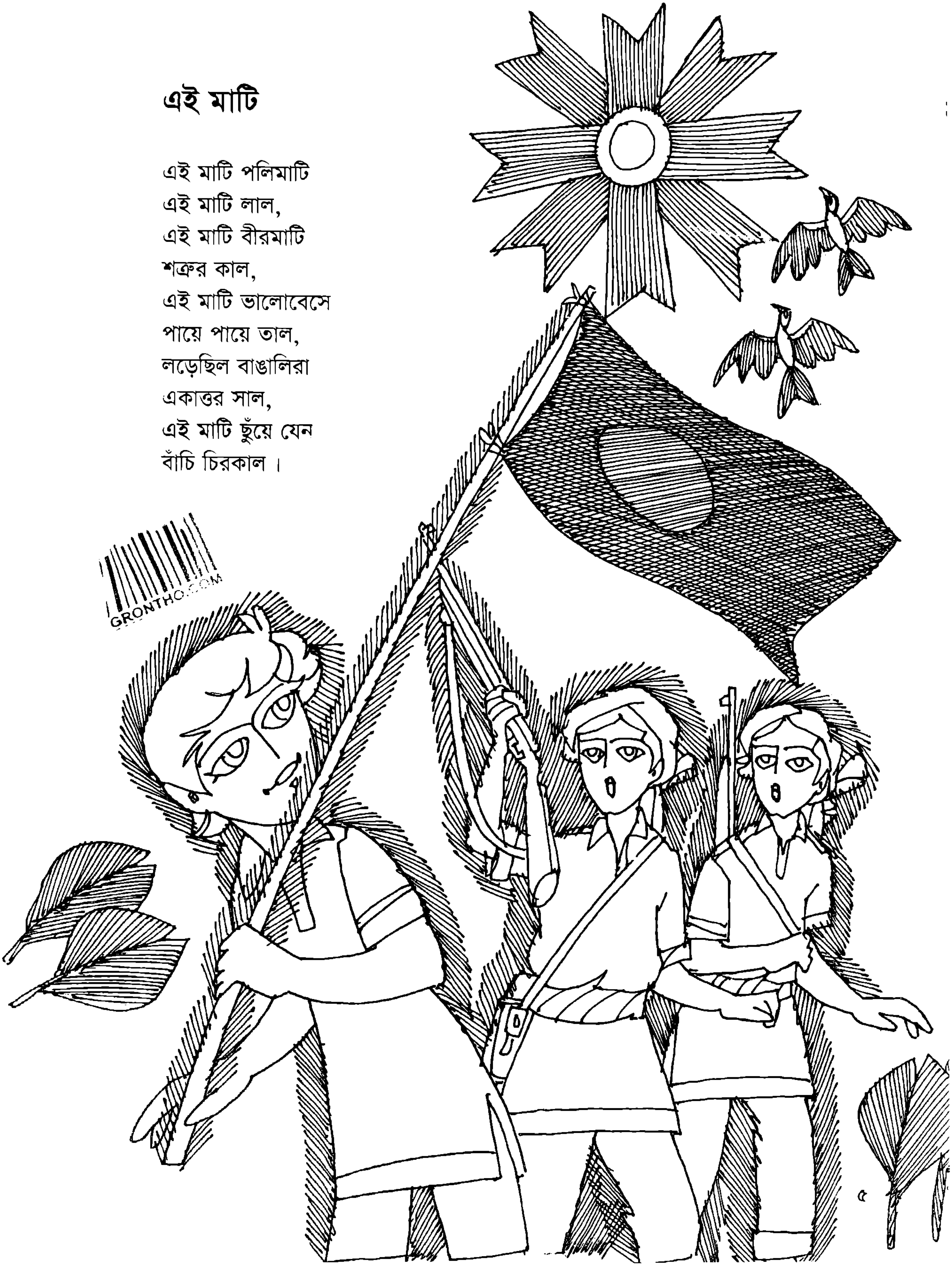

মুক্তিযুদ্ধ

ভুল করে ভুলবো না
দ্বিধাচিত্তে দুলবো না
পাকবাহিনীর-
নিষ্ঠুরতা ভুলবো না
হিংস্রতা ভুলবো না ।

ভুল করে ভুলবো না
দ্বিধাচিত্তে দুলবো না
মুক্তিযোদ্ধার–
সাহসিকতা ভুলবো না
শৌর্য-বীর্য ভুলবো না ।

ভুল করে ভুলবো না
দ্বিধাচিত্তে দুলবো না
শহীদদের–
জীবনবাজি ভুলবো না
আত্মত্যাগও ভুলবো না ।

ভুল করে ভুলবো না
দ্বিধাচিত্তে দুলবো না
জনগণের–
এক হওয়া ভুলবো না
গর্জে ওঠা ভুলবো না ।

ভুল করে ভুলবো না
দ্বিধাচিত্তে দুলবো না
বঙ্গবন্ধুর–
নির্দেশনা ভুলবো না
সংগ্রামও ভুলবো না ।

দুর্জয় ঘাঁটি '৭১

পড়ায় আমার মন বসে না
পড়ায় আমার মন বসে না
পড়ায় আমার মন বসে না,
খেলাধুলা তাও লাগে না
ভালো,
মনটা আমার গোমড়া কালো–
কেন?
কেন?
কেন?
বলতে পারো বলতে পারো?
ক'দিন হলো
এমন হলো,
টেবিল ফাঁকা বসা হয় না
মনটা আমার স্থির হয় না,
অংক কষা
হয় না,
ছবি আঁকা
হয় না,
লেখালেখি
হয় না,
স্কুলে যাওয়া
হয় না,
ঘোরাঘুরি
হয় না,
কেমন যেন কেমন যেন
গুমোট ছায়ায় মিশে গেছে
হাসি খুশি,
দূরে দূরে থাকে যেন
বিড়াল পুষি!
কেন?
কেন?
কেন?
খবর আসে খবর ছোটে

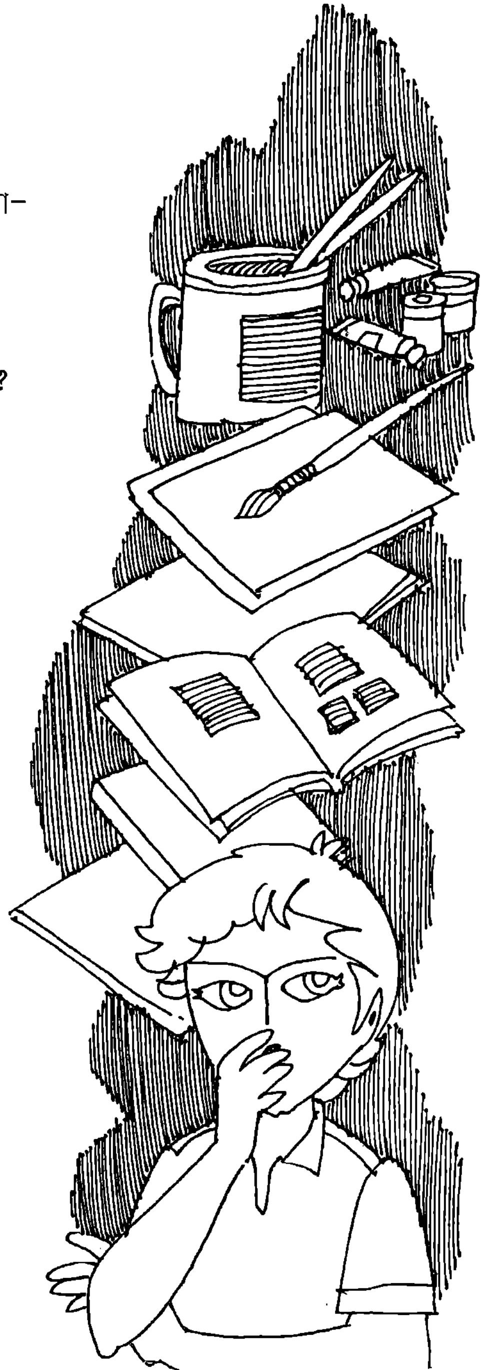

দিকবিদিক
দিকবিদিক
দিকবিদিক,
কারা যেন আসছে
মিটি মিটি হাসছে,
দুর্বাঘাস মাড়িয়ে
নিজের ঘর ছাড়িয়ে
হাত দিয়েছে বাড়িয়ে,
এসে
অট্টহাসি হেসে,
হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে
হুমকি–
হাসাহাসি চলবে না
গান গাওয়া চলবে না,
নদীর মাঝে
মাঝির বৈঠা চলবে না,
সাঁকো দিয়ে
আর পারাপার চলবে না,
নিজের পায়ে
আর দাঁড়ানো চলবে না,
ঘরের ভেতর এক্কেবারে
চুপ,
জ্বালানো যাবে না ধূপ,
হুমকি!
হুমকি!
হুমকি!
আর থাকে ঘুম কি?
দুই চোখে–
আর থাকে ঘুম কি?
দুই চোখে–
আর থাকে ঘুম কি?
তাইতো,
রোখে
রোখে
রোখে।

সবাই এগিয়ে আসে
ভালোবাসে
কাকে?
স্বদেশ
স্বদেশ
স্বদেশ
স্বপ্ন ছবি আঁকে।
কেমন করে চুপটি থাকি
তখন,
যখন–
কিশোর মনে চঞ্চলতা
বাড়ে,
মনে হয় ঘাড় নেই
ঘাড়ে।
চমকে যাই
থমকে যাই,
বাবার হাতে হাত রাখি,
ভায়ের হাতে হাত রাখি,
মায়ের কাছে গিয়ে বলি
'মাগো'
তখন শুনি তখন শুনি
'জাগো'।
দিলাম সাড়া
জাগিয়ে পাড়া,
আমিও হলাম সবার সাথে
জড়ো,
পা কাঁপে না পা কাঁপে না
থরো,
ভর দুপুরে হাঁটি
রৌদ্র ছায়ায় হাঁটি
জলে ভিজে হাঁটি,
পুরো দেশে গড়ে ওঠে দুর্জয় ঘাঁটি
পুরো দেশে গড়ে ওঠে দুর্জয় ঘাঁটি।

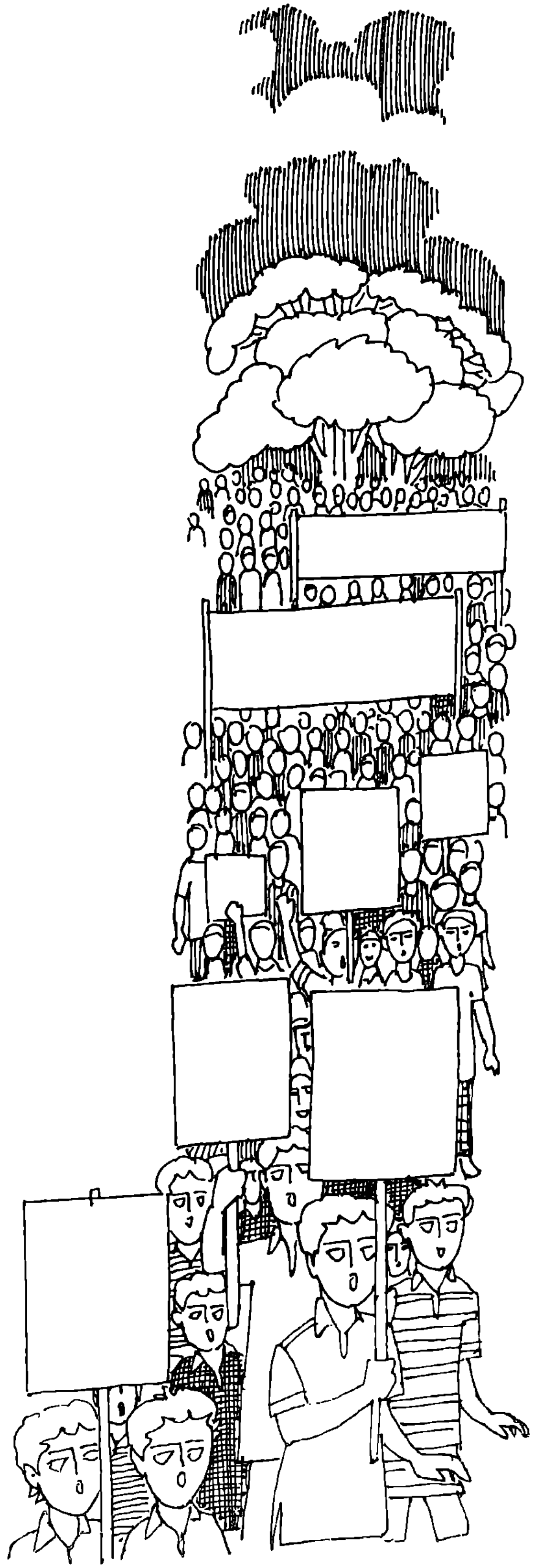

উঁচু মাথা

দুই হাতে হাতকড়া
পিছনেই খান সেনা
রাইফেল তাক করা
নেই কোনো নড়াচড়া
চললো গুলি
কর্ণফুলি–
তারপর ভাসে লাশ,
তবুও থাকেনি দাস
উঁচু মাথা উঁচু ছিল
যুদ্ধের নয় মাস ।

GRONTHO.COM

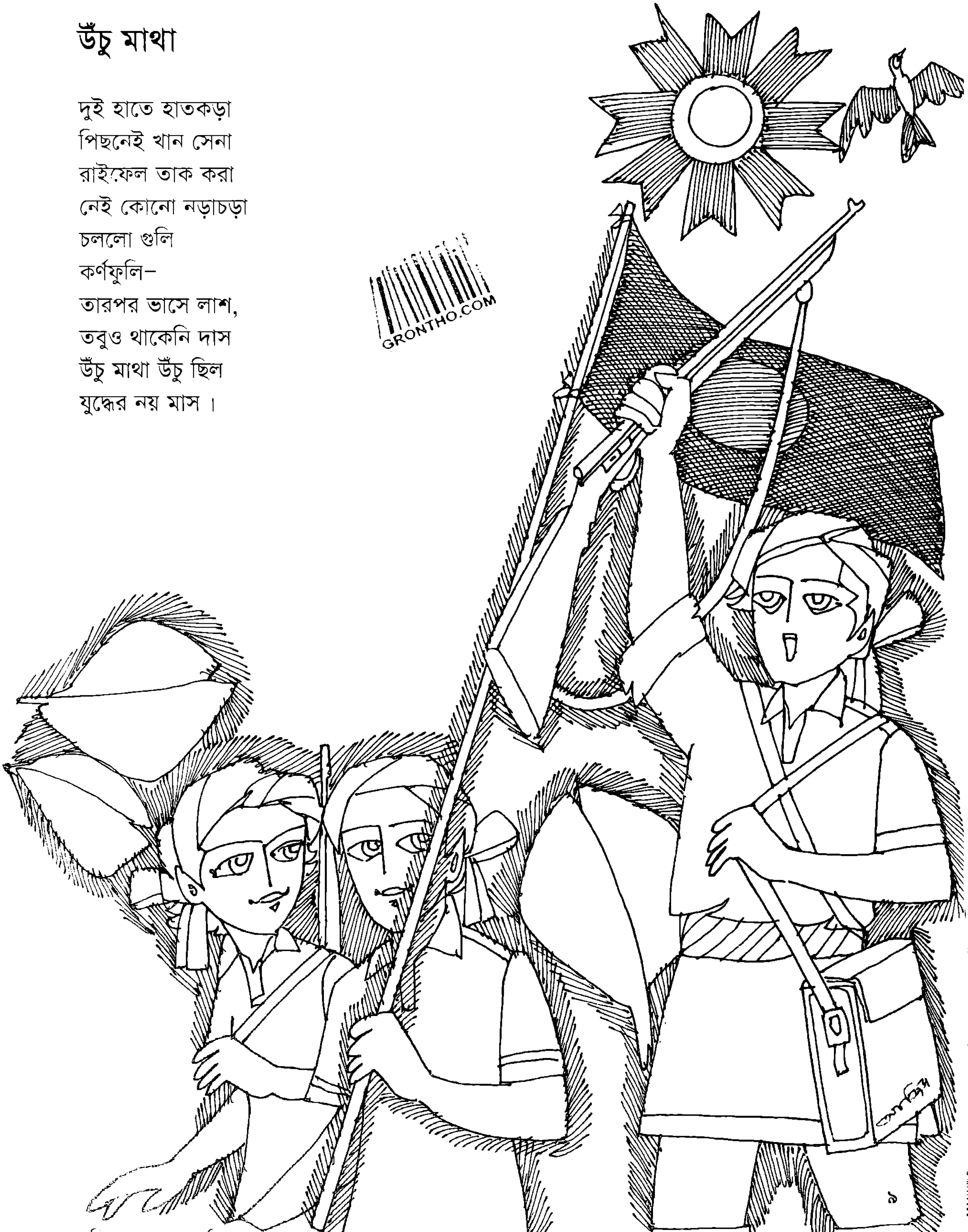

প্রাণময় ছবি

রোদ করে ঝিক্‌মিক্
সকালের ঘাসে,
যুদ্ধের দিনগুলো
ছবি হয়ে ভাসে ।

সেনা নামে এসেছিল
পশু ভরা গাড়ী,
পুড়েছিল হিংসায়
কত ঘর বাড়ী ।

লুঠ করে নিয়েছিল
মা-র সোনা দুল,
কত চোখে কান্নায়
নদী ভাসা কূল ।

আমাদের পথ চলা
করেছিল মানা,
প্রতিরোধে প্রতিশোধ
হয়েছিল জানা ।

শহীদের লাল খুনে
ওঠে আজ রবি,
সেইসব ভুলবোনা
প্রাণময় ছবি ।

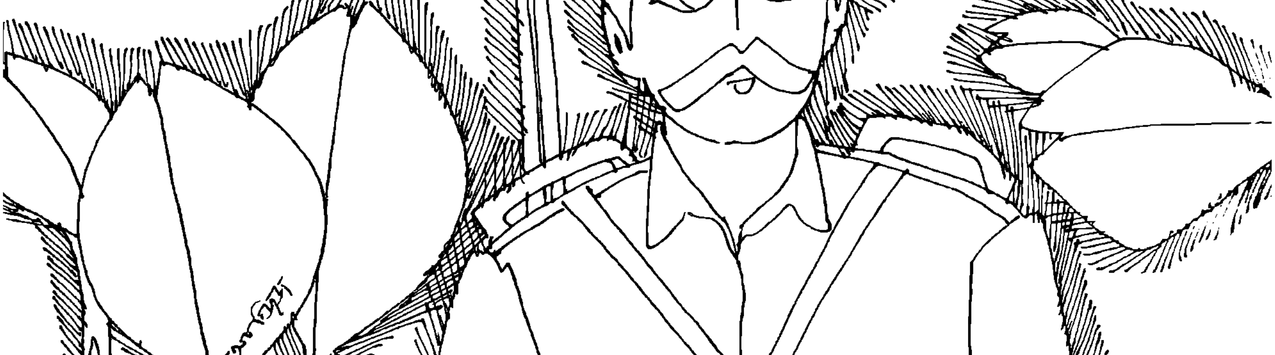

সেই ছেলে

বাড়ি ছেড়ে যায় দূরে
সে ছেলে একাত্তুরে,
রাইফেল হাতে রাখে
স্বাধীনতা মনে আঁকে,
কখনো বা ঝোঁপঝাড়ে
কখনো বা নদী পাড়ে,
না ঘুমিয়ে রাত কাটে
সারাদিন পথ হাঁটে,
শত্রুর মুখোমুখি
নেই কোনো লুকোলুকি
চলে যুদ্ধ
হয় শুদ্ধ
গুলি এসে লাগে বুকে
মাটিতেই পড়ে ঝুঁকে,
রক্তাক্ত বেশে
আপন স্বদেশে–
সে ছেলের প্রাণ-দান
করি তাঁকে মান-দান।

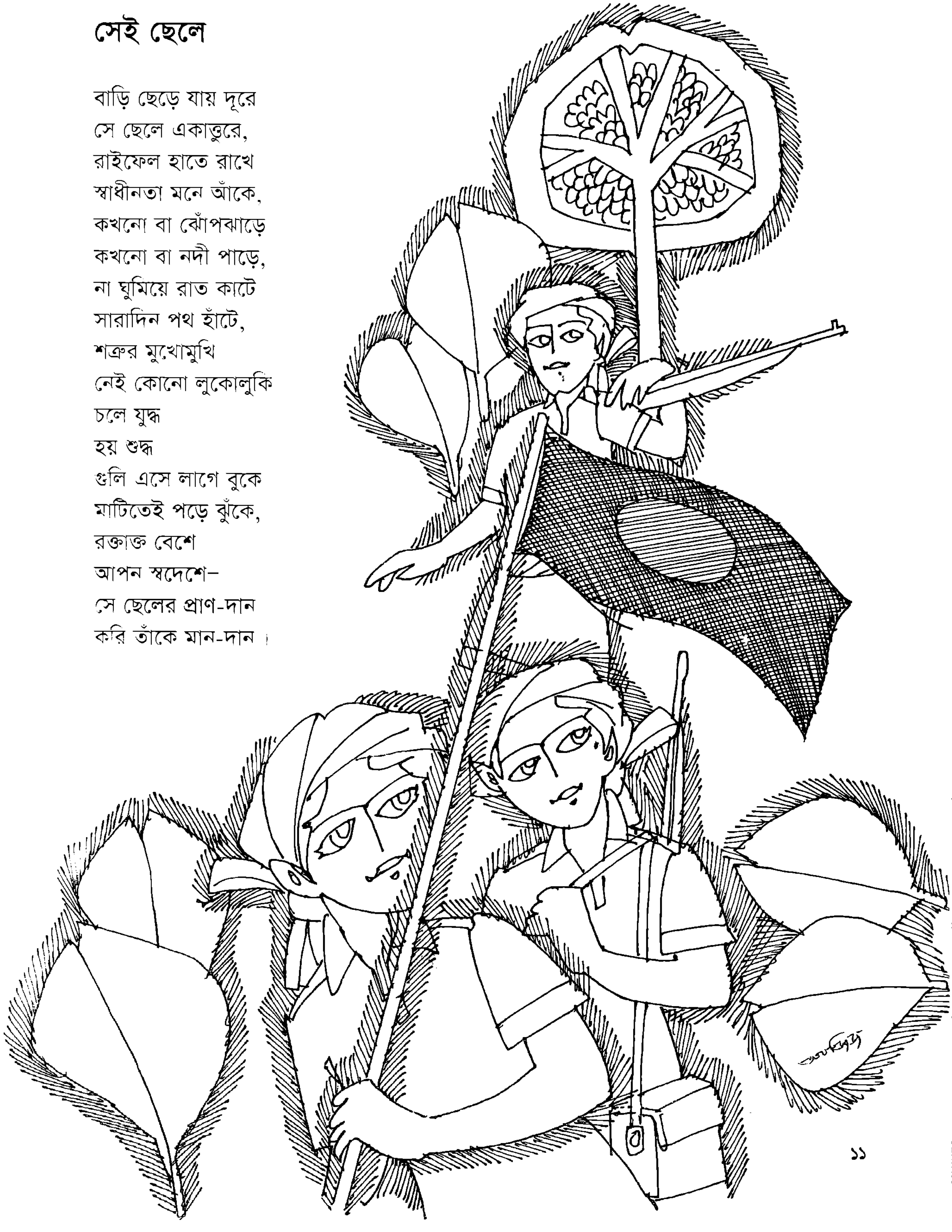

লড়াই '৭১

ভয় করিনা ভয় করিনা
ঘর পুড়ে হয় ছাই
ঘর পুড়ে হয় ছাই
বাধা দিয়ে করি লড়াই,
নৌকো নিয়ে যাই চলে যাই
মাইল মাইল দূরে
কখনো-বা আবার আসি
একই রসুলপুরে,
মায়ের থেকে দূরে
বোনের থেকে দূরে
বাবা থেকে দূরে
ছোট্ট ভাইটি সেও থাকে দূরে।
মনে মনে ভাবি
জয়ী হয়ে মিলবো সবাই
মোদের স্বপ্নপুরে
রাতের বেলা জোনাক খেলা
দেখে দেখে হাঁটি
প্রিয় আমার স্বদেশ মাটি।
পিঠে থাকে অস্ত্রখানা
হঠাৎ গর্জে উঠি,
আর মানিনা মানা
আর মানিনা মানা
শক্ত থাকে মুঠি,
চলে শত্রু হনন
নতুন বীজের জন্যে করি
দেশের মাটি খনন।
কষ্ট করি কষ্ট করি
কখন ঘুমাই কোথায় ঘুমাই
ঠিক-ঠিকানা নেইতো
খড়ের গাদায় গোয়াল ঘরে
পথের পাশে দূর্বাঘাসে
নদীর ধারে ঘুমাই।
কখন খাই কী খাই–
হাতের মুঠোয় যা পাই তা খাই,
তবু করিনা হাই পাই হাই পাই।
শীতের দিনে শীত লাগেনা বেশি
ঠাণ্ডা নয় মাংসপেশী
মনের আশায় মনের ভাষায় গরম।
পরম পাওয়া চরম চাওয়া
গরম হাওয়া–
রক্তে জোয়ার আনে
যুদ্ধ করি যুদ্ধ করি
সমুখ পানে।
রণক্ষেত্রে বন্ধু দিল চোখের সামনে
বুকের তাজা রক্ত
কেমন করে ভুলি?
বদলা নিতে শক্ত মুঠি
আকাশ পানে তুলি
কেমন করে ভুলি!
চলে লড়াই মান বাঁচাতে
জান বাঁচাতে দেশ বাঁচাতে
শত্রু দেখে ডরাই?
একটুও না একটুও না।
জীবন বাজি ভয়-ভীতি সব
পায়ের তলায় রাখি
নতুন ছবি আঁকি
আজকে করি লড়াই।

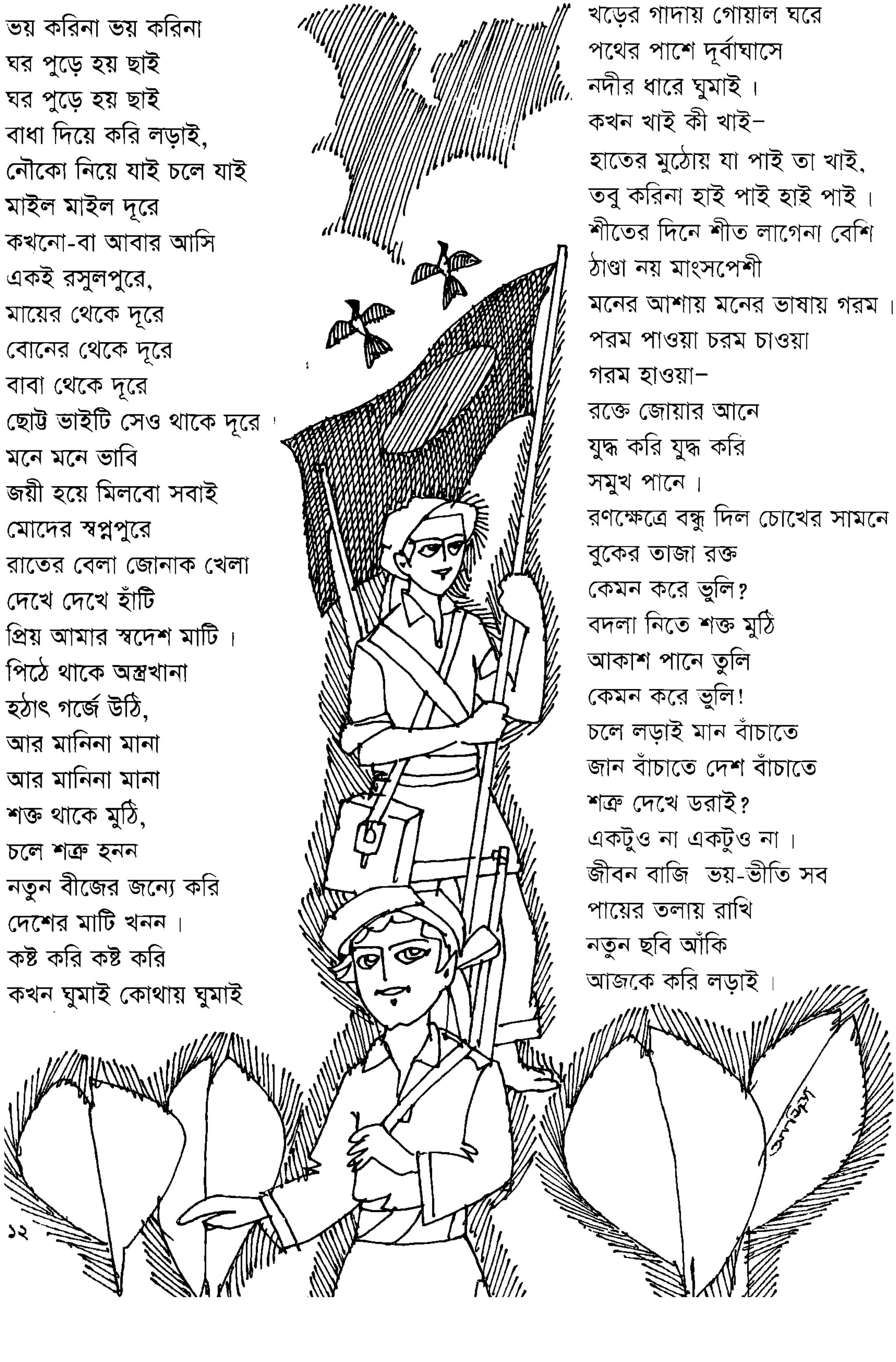

খোকা

জ্যোৎস্না রাতে জানালাটা খোলা
মা-যে থাকে তাকিয়ে
মনের ভেতর ছবি আঁকা হয়
যেন এক আঁকিয়ে।

খোকা ছিল তাঁর সেই খোকা নেই
গেল কই হারিয়ে
যুদ্ধের কথা মনে আসে আজ
সবকিছু ছাড়িয়ে।

মাথা-ব্যান্ডেজ রক্ত জামায়
মা ওঠে যে আঁৎকে
খোকাকে কেড়েছে মনে পড়ে যায়
ভয়াবহ রাতকে।

জ্যোৎস্না-আলো খোকা যেন আসে
উঠোনটা মাড়িয়ে
চুপি চুপি বলে– 'আমি আছি পাশে
এই দেখ দাঁড়িয়ে'।

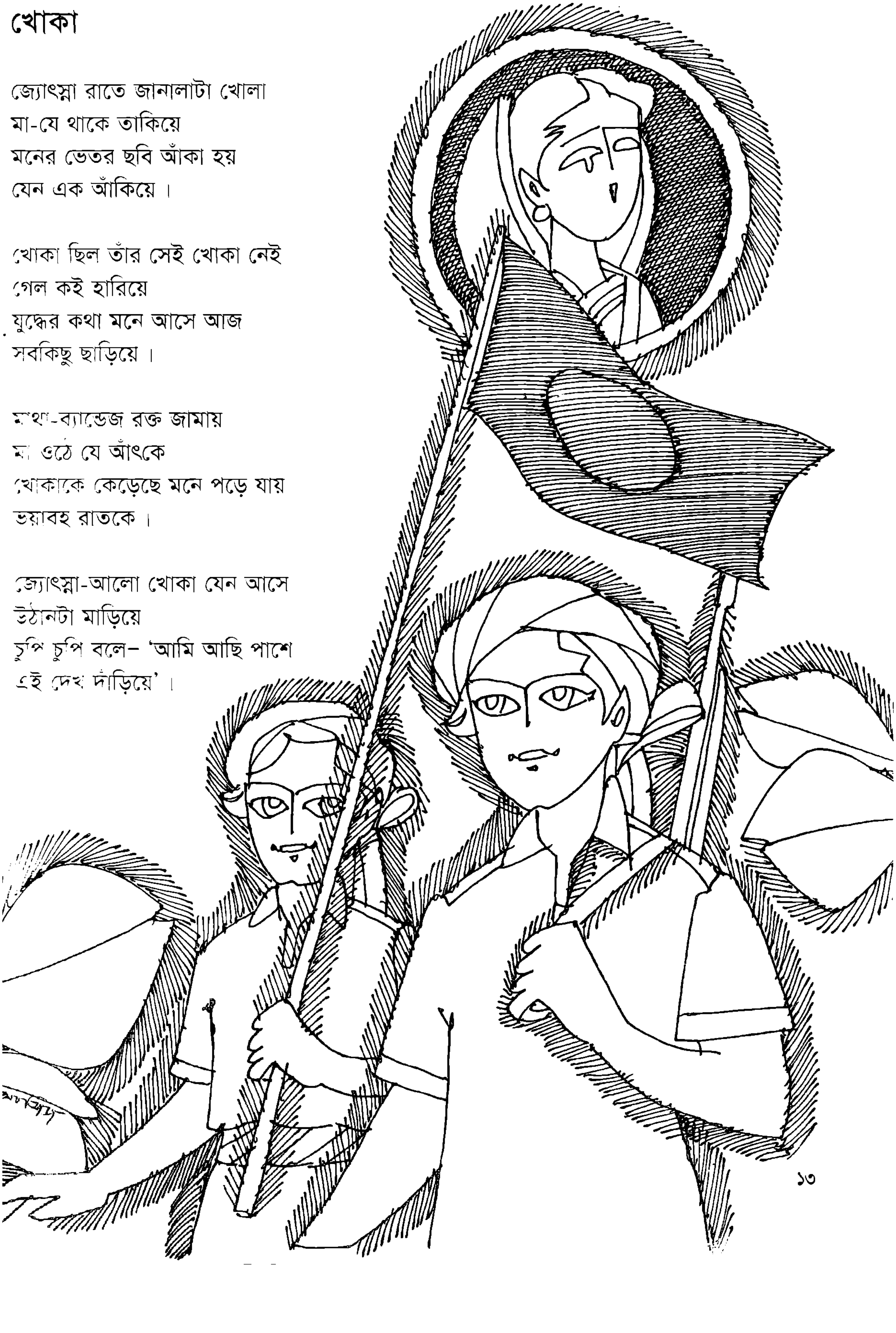

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

চৈতি মাসে দস্যু এলো
দিন-দুপুরে,
করলো গুলি মরলো পিতা
রাত-দুপুরে,
হারিয়ে গেল আদর করা
বোন-ফুপুরে,
তাঁদের কথা যখন ভাসে
মন-মুকুরে,
আর বাজে না তখন দেখি
পা'য়-নূপুরে,
শাপলা যেন কাঁদতে থাকে
জল-পুকুরে।

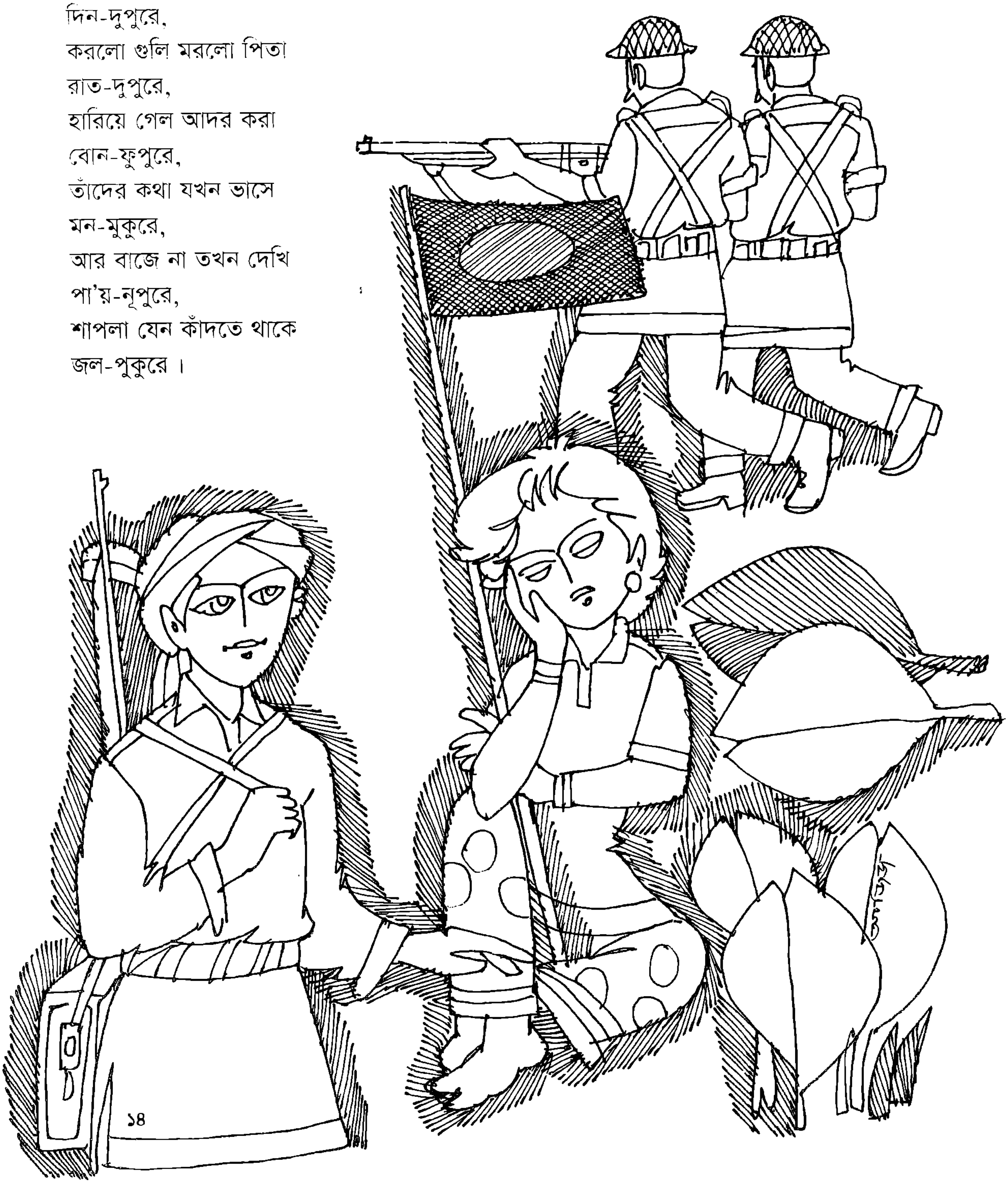

লড়াই '৭১

শত্রু এসে মোদের ঘরের
কপাট দিল লাগিয়ে,
গুলির সামনে প্রতিরোধে
বুকটা দিলাম আগিয়ে।
এসেই তারা মান রাখেনা
জান রাখেনো,
ফুলের গাছে ফুল রাখেনা
মায়ের কানে দুল রাখেনা।

তখন কি আর যায়রে থাকা
চুপটি করে খুব
পালিয়ে গিয়ে আর কতক্ষণ
জল পুকুরে ডুব?

আমরা তখন সবাই মিলে
লড়াই করি লড়াই করি,
নিজের দেশের পতাকাটা
ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

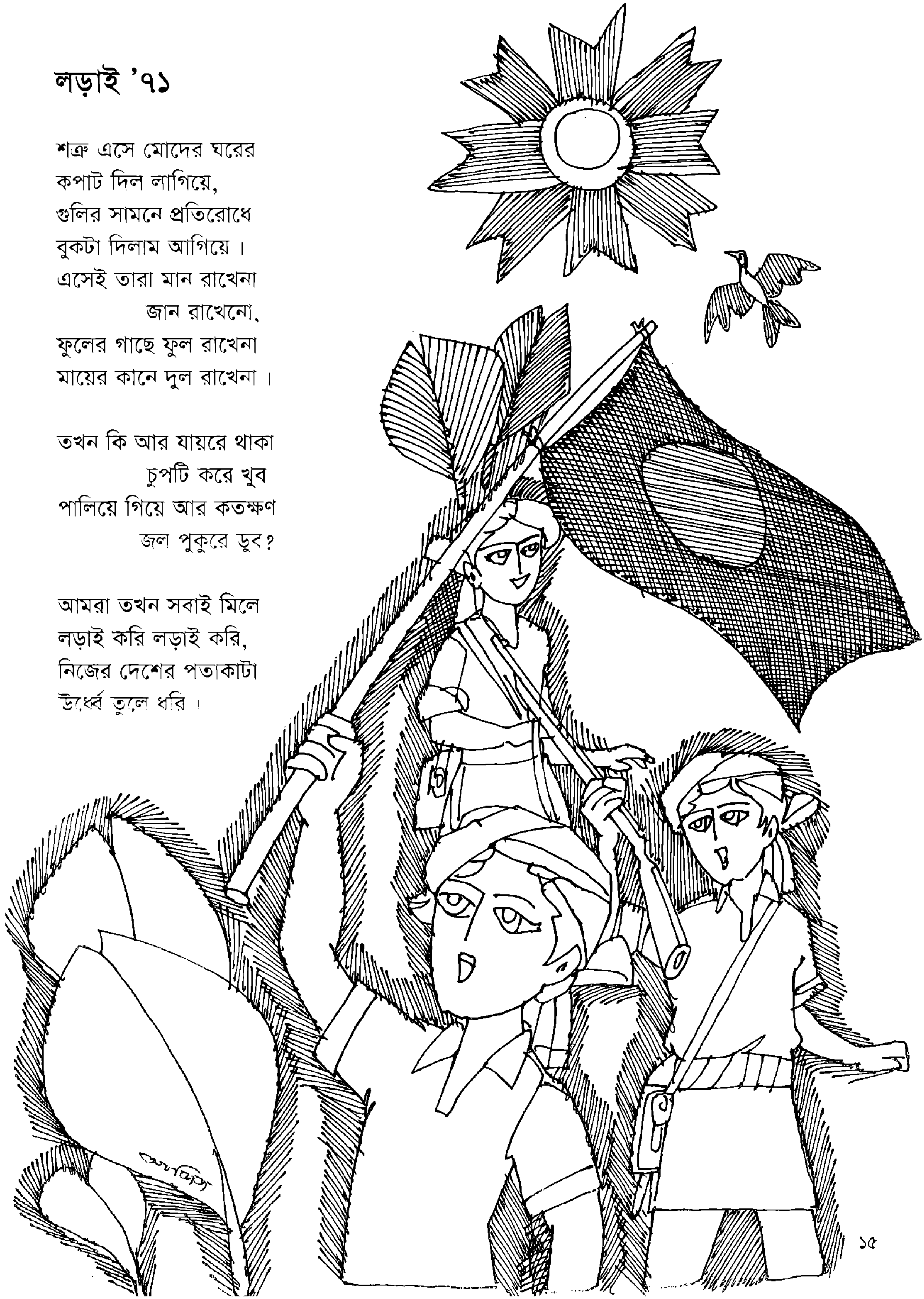

নয়মাস

একদিন সেই ছেলে উধাও
কই গেল? কই গেল?
কারে তুমি চুপি চুপি শুধাও!

মা জানে–
তাঁর ছেলে গেছে বেশ দূরে
বুক করে ধুক্ ধুক্
আসবে কি ভালো মত ঘুরে!

তিন মাস চলে গেল
আসে না–
মাঝ রাতে মা'র চোখে
ঘুম পুরো আসে না,
এই দিন দুঃখের
তাই ভালোবাসে না।

ছয় মাস চলে গেল
আসে কথা কানে তাঁর
ছেলে নাকি ব্যথা পেয়ে
কাতরায়–
মন তাই বেদনায়
সাঁতরায়।

সাত মাস চলে গেল
ছেলে লেখে 'ভালো আছি'
মা তখন তাড়ায় যে
কু-ছায়ার কালো মাছি।

নয় মাস চলে গেল
কেন আজো আসে না?
সব ছেলে ঘরে ফেরে
তাঁর ছেলে আসে না।

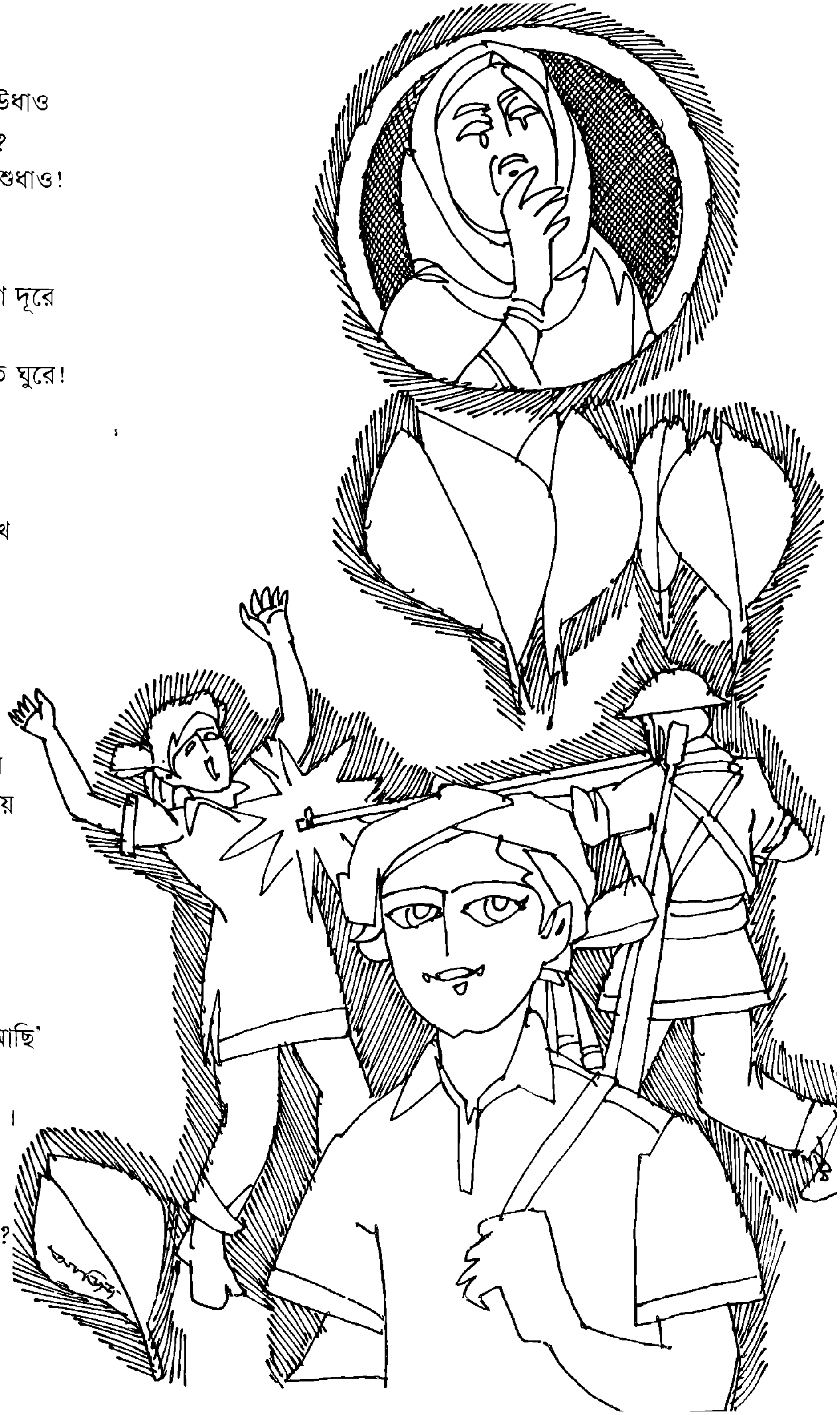

সহসাথী এসে বলে–
দশদিন আগে হায়
সামনের লড়াই-এ
বুক তাঁর লাল হলো
মিশে গেল নদী হয়ে
বহমান সাগরের
রক্তে,
গৌরবের ফুল রাখে
সহসাথী বহুজন
ভক্তে।

সেই ফুল বাসি নয়
তাজা থাকে, ফুটে থাকে
মা'র বুকে
শুধু তাই?
নয়, নয়–
আরও বুকে।
জয়ধ্বনি তুলি আজ
মুখে মুখে।

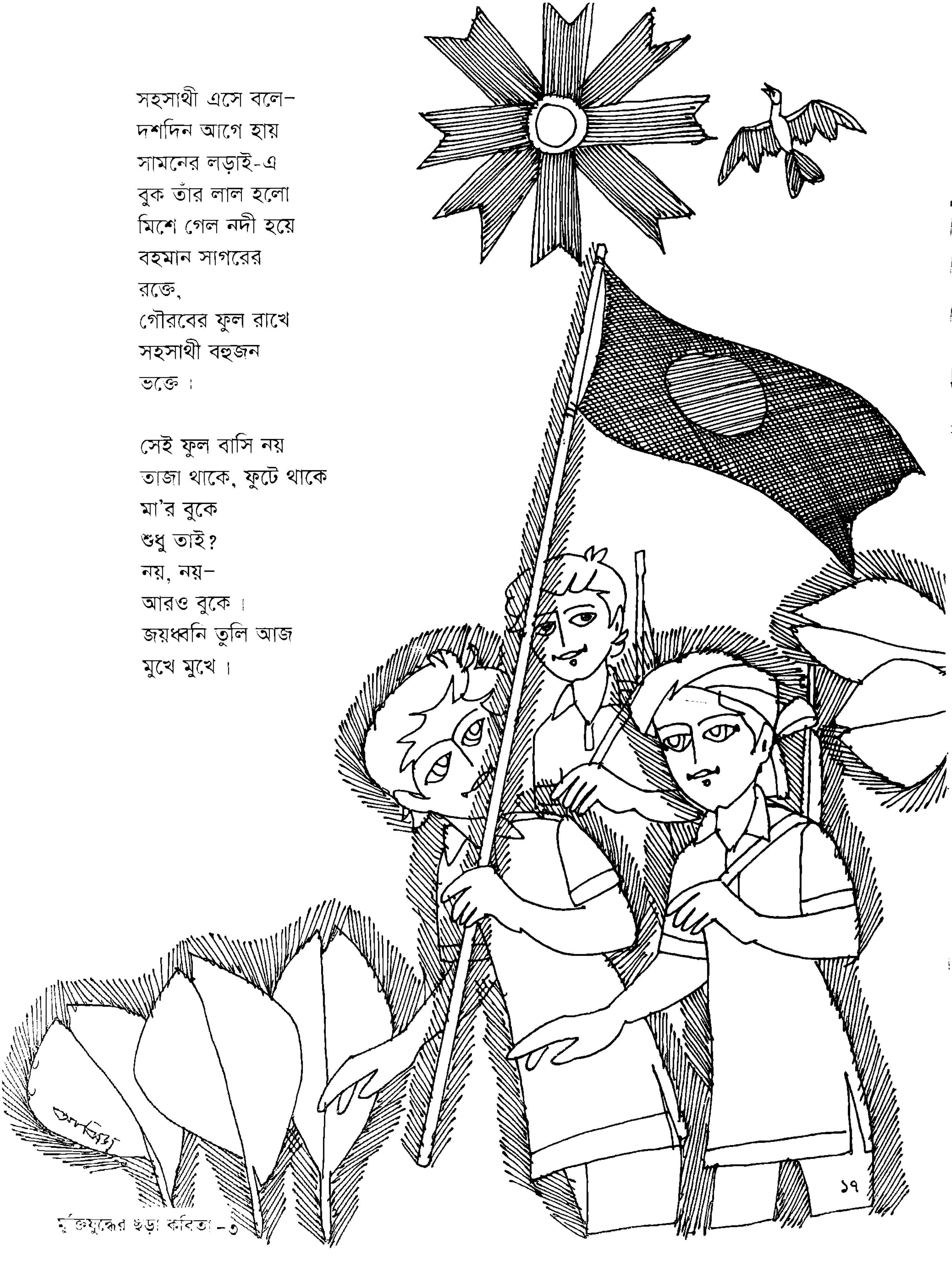

মুক্তিযোদ্ধা

ভয় করেনি জয় করেছে
বাধা সকল মাড়িয়ে,
শীতের দিনে শীত মানেনি
বাপ ও মাকে ছাড়িয়ে,
দুঃখের দিনে দেশের ডাকে
হাত দিয়েছে বাড়িয়ে,
আপন মাটি মুক্ত করে
দস্যুগুলো তাড়িয়ে,
সেই মাটিতে আমরা আজ
থাকতে পারি দাঁড়িয়ে ।

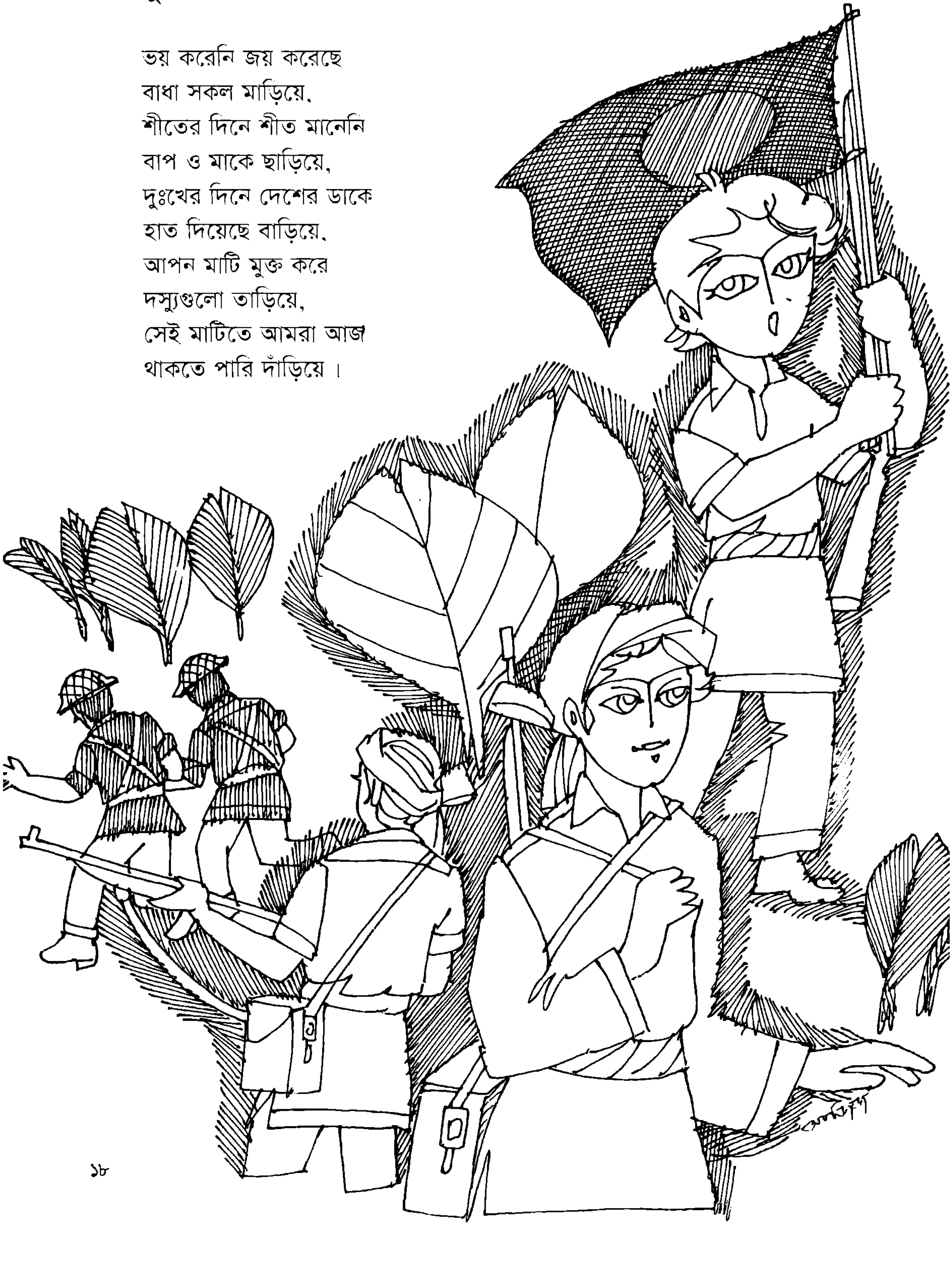

কাহিনী

এলো এক সেনা নামে শত্রুর বাহিনী
দিন এলো পোড়া দিন
বেদনায় বেদনায় আঁকা সেই কাহিনী ।

কত ঘরে খুন হলো
কারো পিতা কারো মাতা কারো ভাই-বোন
প্রতিরোধে তৈরি হলো,
মুক্তিবাহিনী–
সেই এক গৌরবের সুমহান কাহিনী ।

মাস ছিল নয়
হলো শেষে জয়,
বলে যাই সেই কথা উজ্জ্বল কাহিনী ।

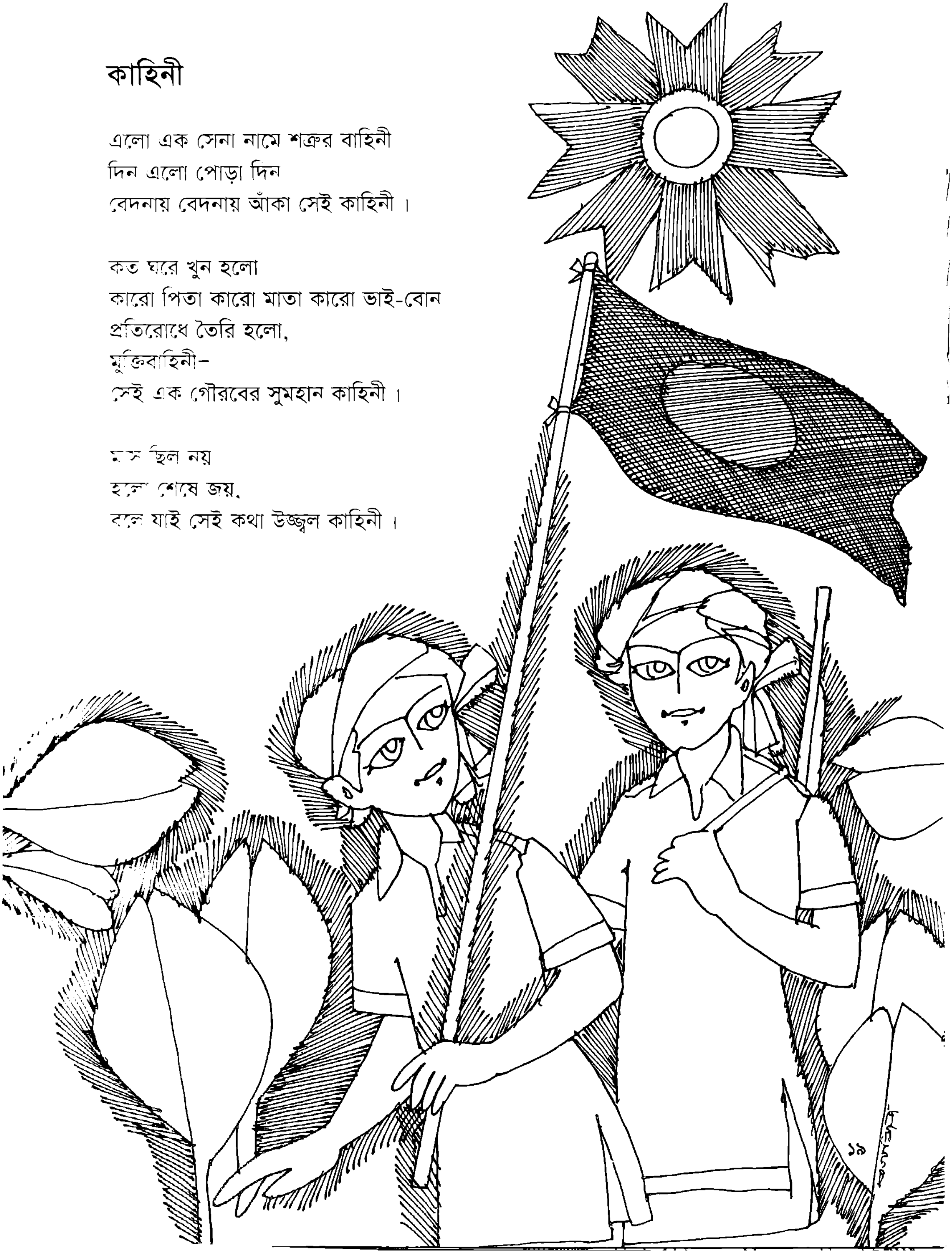

চোখ

চোখ মেলে ধরি
চোখ মেলে ধরি
সবুজে সবুজে
চোখ মেলে ধরি
আকাশে বাতাসে
ছায়ায় ছায়ায়
মায়ায় মায়ায়
চোখ মেলে ধরি
এখানে ওখানে।
এই চোখ আজ
তাকিয়ে রয়েছে
খাতাটায়!
পাতাটায়!

সেই খাতাটা রাখি
যতনে যতনে
হাতে হাতে,
সেই পাতাটা রাখি
যতনে যতনে
হাতে হাতে।

কী লেখা রয়েছে তাতে
কী লেখা রয়েছে তাতে?
ভোলা কি যায়
ভোলা কি যায়
চোখ মেলি আজ তাতে।

রক্ত-বর্ণে লেখা
ইতিহাস–
গৌরবের নয় মাস
গৌরবের নয় মাস।
এখানে এসেছে ঘাতকেরা
এখানে এসেছে ঘাতকেরা

লুট করে
হুট করে
চলে যাবে, চলে যাবে
দূরে–
তা হবে না, তা হবে না
দামাল ছেলেরা
দামাল ছেলেরা
রোখে–
যায় সোজা ঘুরে।

জান দিল, মান দিল না
জান দিল, মান দিল না।

ওরা, এসেই
ওরা এসেই–
বাড়ি ঘর মাঠ প্রান্তর
পোড়ায়,
বাড়ি ঘর মাঠ প্রান্তর
পোড়ায়,
বাড়ি ঘর মাঠ প্রান্তর
পোড়ায়,
খুন করে জোড়ায় জোড়ায়
খুন করে জোড়ায় জোড়ায়
খুন করে জোড়ায় জোড়ায়।

অট্টহাসি হাসে
অট্টহাসি হাসে
অট্টহাসি হাসে–
পরিণত করবে নাকি দাসে?
পরিণত করবে নাকি দাসে?
এতই সোজা!
সবাই মিলে সবাই মিলে
দাঁড়ায় সোজা–
সবুজের ঘাসে,
দেশটাকে প্রাণের চেয়েও
ভালোবাসে।

কেউ হারালো ভাই
কেউ হারালো বোন
তবু স্বদেশ চাই,
কেউ হারালো পিতা
কেউ হারালো মাকে
ছাড়িয়ে গেল সকল ভয়াবহতাকে
ছাড়িয়ে গেল সকল ভয়াবহতাকে।
তবুও–
হাল ছাড়েনি কেউ,
উঠলো শেষে নিজের দেশে
স্বাধীনতার ঢেউ
স্বাধীনতার ঢেউ
ভুলতে পারে কেউ
ভুলতে পারে কেউ।

শহীদের চোখ আমাদের চোখ
সেই চোখে তাকাই
নিজেরা আজও হই বলিয়ান
সেই ছবি আঁকাই।

ছেলেটা

আগুনে আগুনে
পুড়ে গেল ঘর,
ছেলেটার নেই
কোনো ভয় ডর।

দেশ বাঁচাতেই
রাইফেল হাতে,
শত্রুরা হায়
কাঁপে থর-থর।

প্রাণ দিয়ে দিল
ছেলেটা কি পর?
মনে রাখি তাঁকে
জীবনটা ভর।

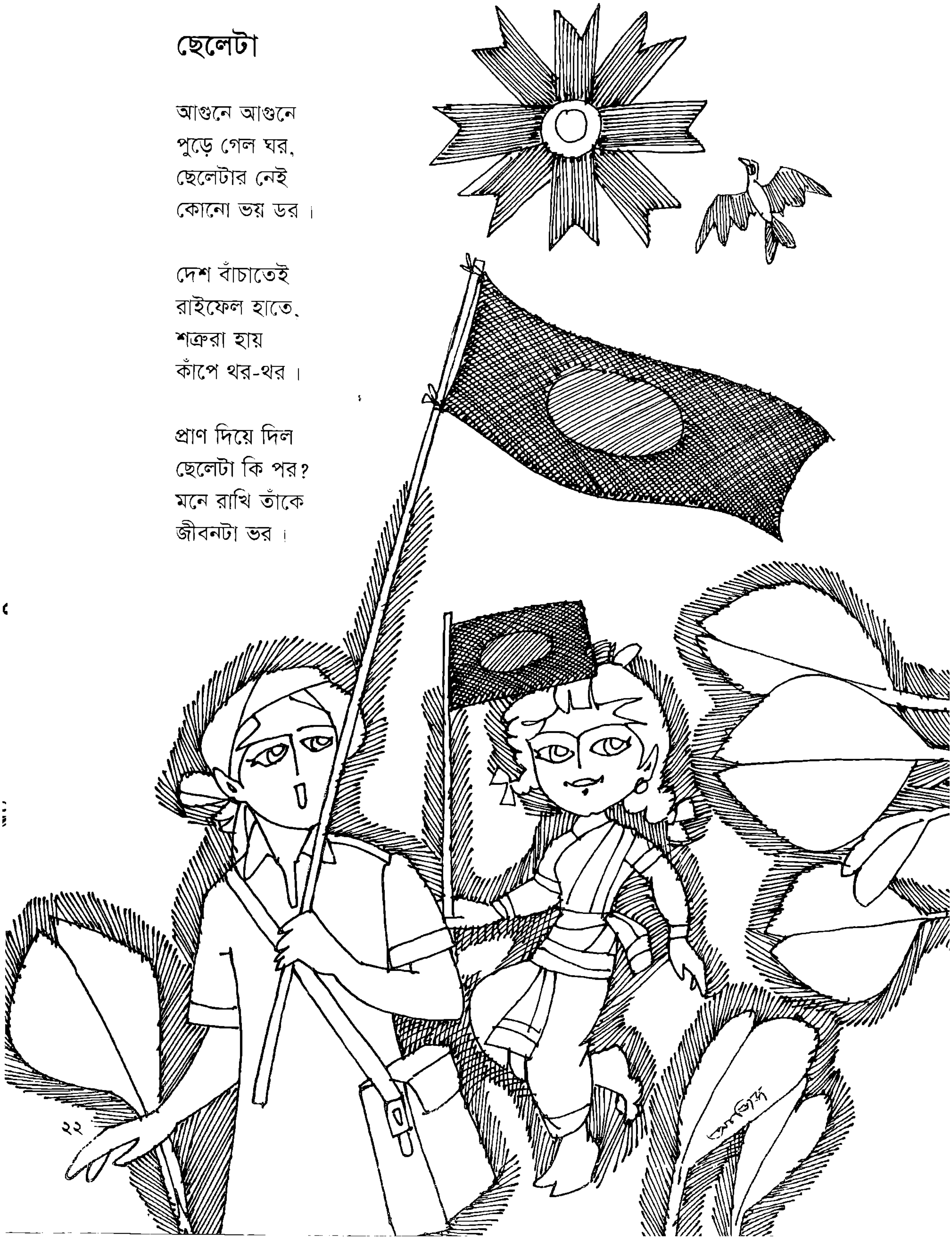

স্বাধীনতার গল্প

ধানশীষ ক্ষেতে যেন দুলেছিল
বাতাসেই দরোজাটা খুলেছিল।
এক পাখি এসে যেন বলেছিল:
'শত্রুরা ঘিরে আছে বেশ ভয়
বসে থাকা এসময়ে ঠিক নয়
যেতে হবে যুদ্ধেই, কে কে যাবা?'

মা-গো তাই অনুমতি দিয়েছিল
বলেছিল : 'যুদ্ধেই যারে বাবা'।
দলে দলে বহু ছেলে গিয়েছিল
হাতে হাতে অস্ত্রটা নিয়েছিল
বুকেরও রক্ত যে দিয়েছিল।
স্বাধীনতা ফুল হয়ে ফুটলো
ইতিহাসে সেই কথা জুটলো।

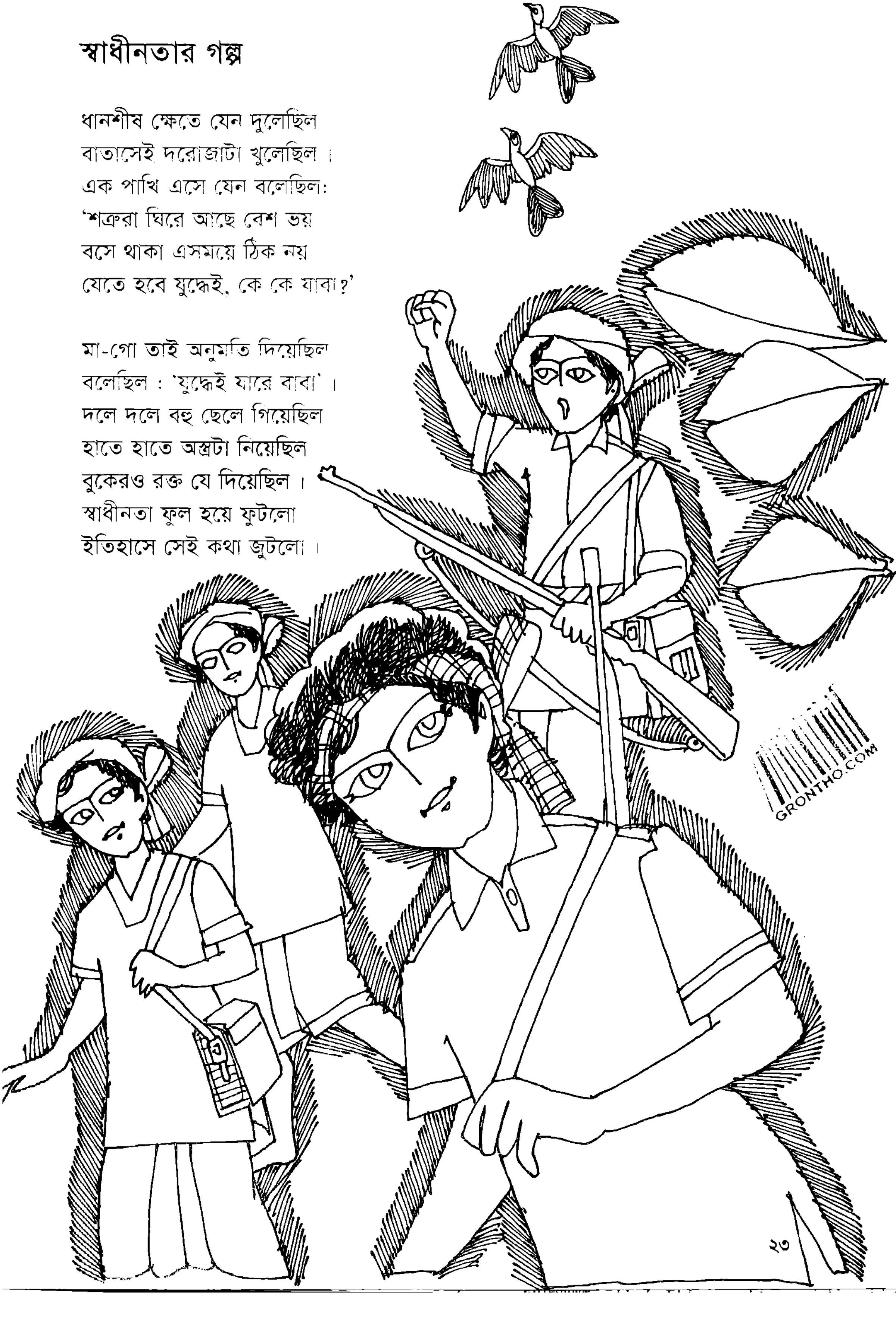

মুক্তিযুদ্ধ

হাজার বছর হয়নি এমন
হয় না কোনো তুল্য,
লক্ষ মানুষ জীবন দিল
অপরিসীম মূল্য ।
মূল্য দিয়ে প্রাণের ভেতর
স্বপ্ন নিয়ে বাঁচি,
দেশ দিয়েছে শহীদেরা
সেই গর্বে আছি ।
তাঁদের রক্তে ঋণী হয়ে
থাকবো শেষে শুদ্ধ,
হাজার বছর হয়নি এমন
প্রাণ জাগানো যুদ্ধ ।

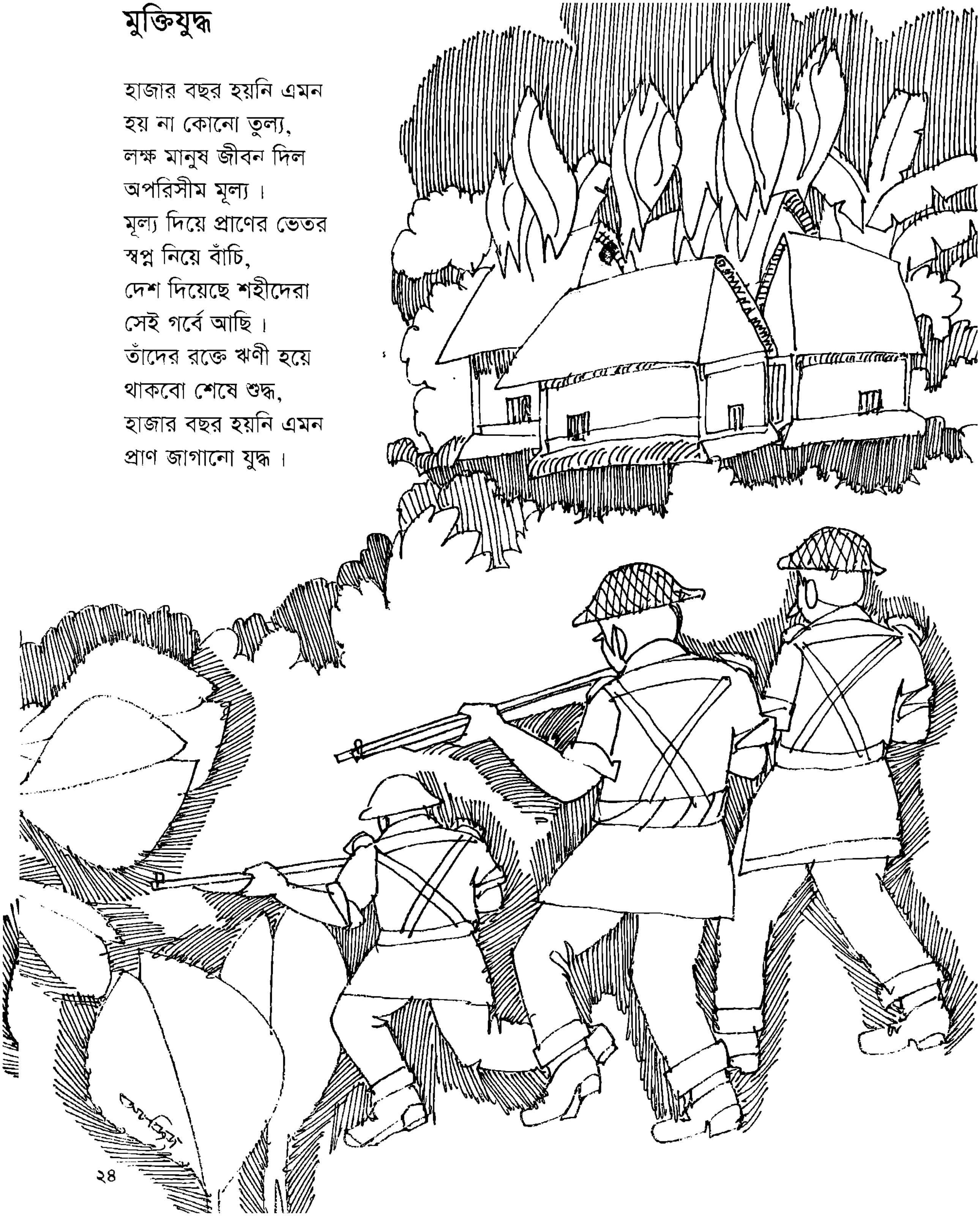

একুশ এলে

একুশ এলে :
একটা ছেলে হাঁটা করে শুরু
একুশ হলো পথ দেখানো গুরু ।

একুশ এলে :
কারো কারো বুকটা করে দুরু
কেউবা আবার বাঁকা করে ভুরু ।

একুশ এলে :
বাঁশী বাজে ঘুম জাগাতে তুরু
সূর্য উঠে পূব আকাশে পুরু ।

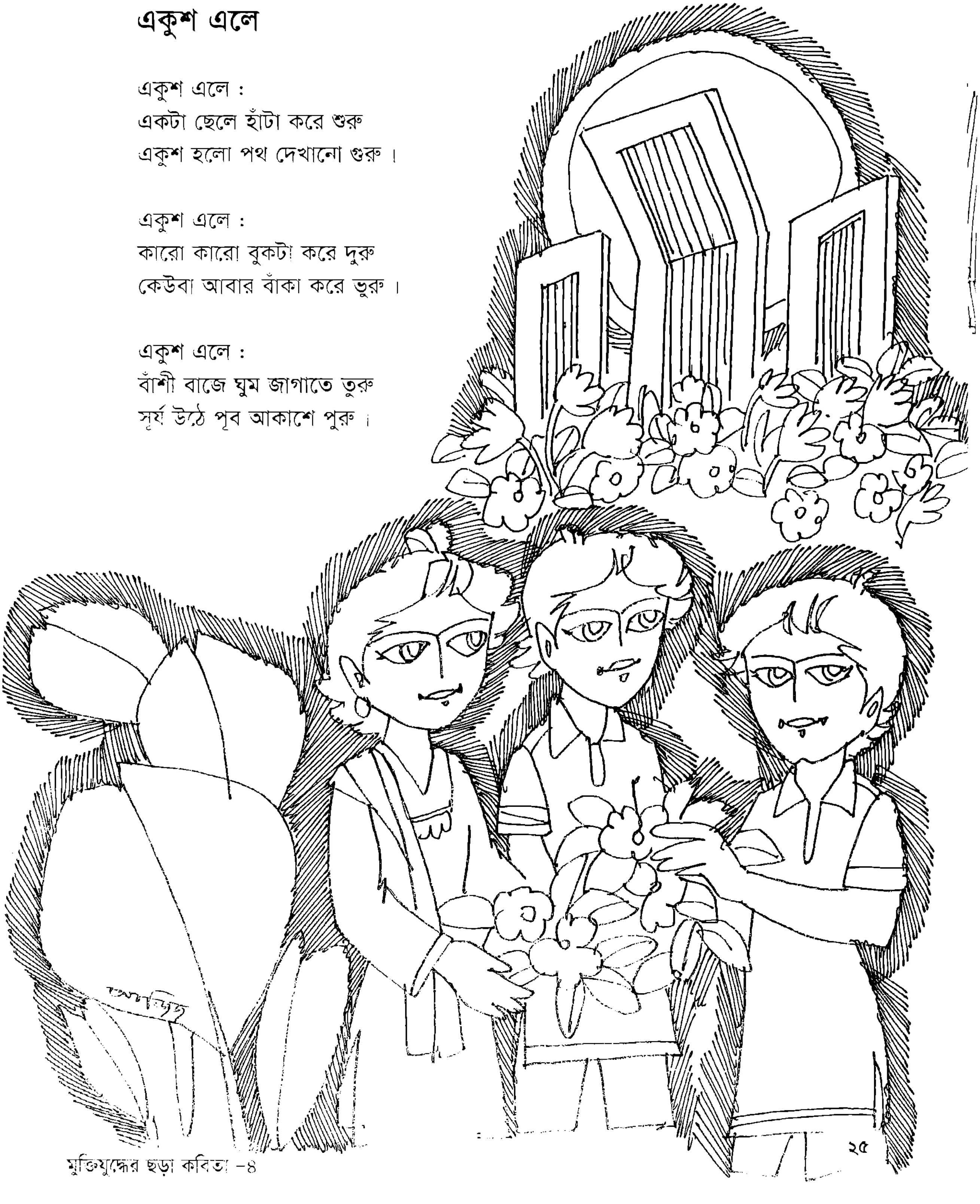

মুক্তিযুদ্ধ

দিন আসে রাত আসে
আসে আরো ঝড়,
সেইসব দিনগুলো
হয়েছে কি পর?

দিন আসে রাত আসে
আসে আরও বৃষ্টি,
এমনিতে এই দেশ
হয়েছে কি সৃষ্টি?

দিন আসে রাত আসে
আসে আরও রোদ,
শহীদের সব ঋণ,
হয়েছে কি শোধ?

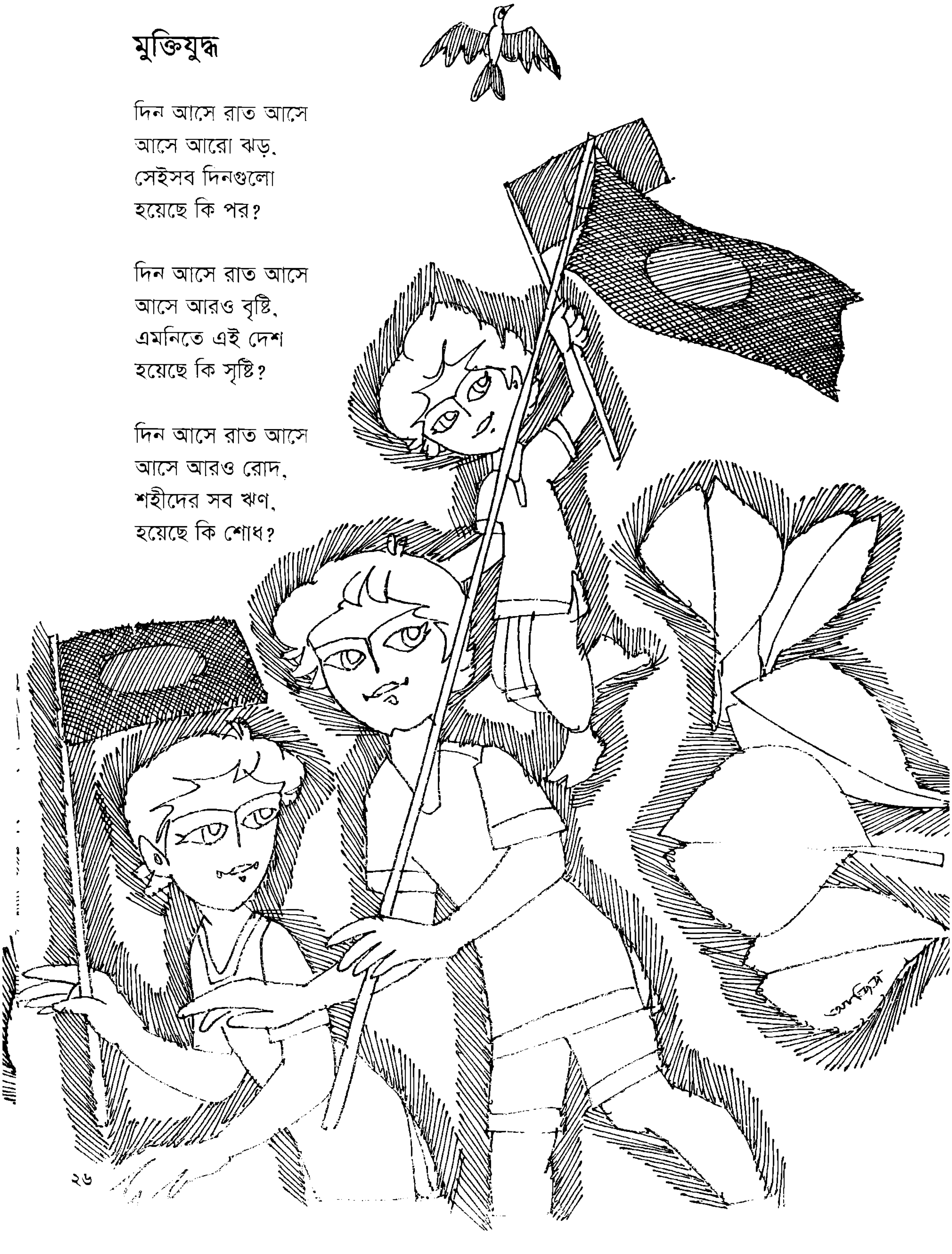

নয় মাস

বানাতে চেয়েছে দাস
যুদ্ধের নয় মাস!
হিংসায় হিংসায়
ঘরবাড়ি পুড়েছিল,
মানুষও প্রতিবাদে
প্রতিরোধে ঘুরেছিল।

জীবনকে বাজি রেখে
ভেদাভেদ ভুলেছিল,
অধীনতা আর নয়
স্বাধীকারে দুলেছিল।

বানাতে পারেনি দাস
যুদ্ধের নয় মাস।

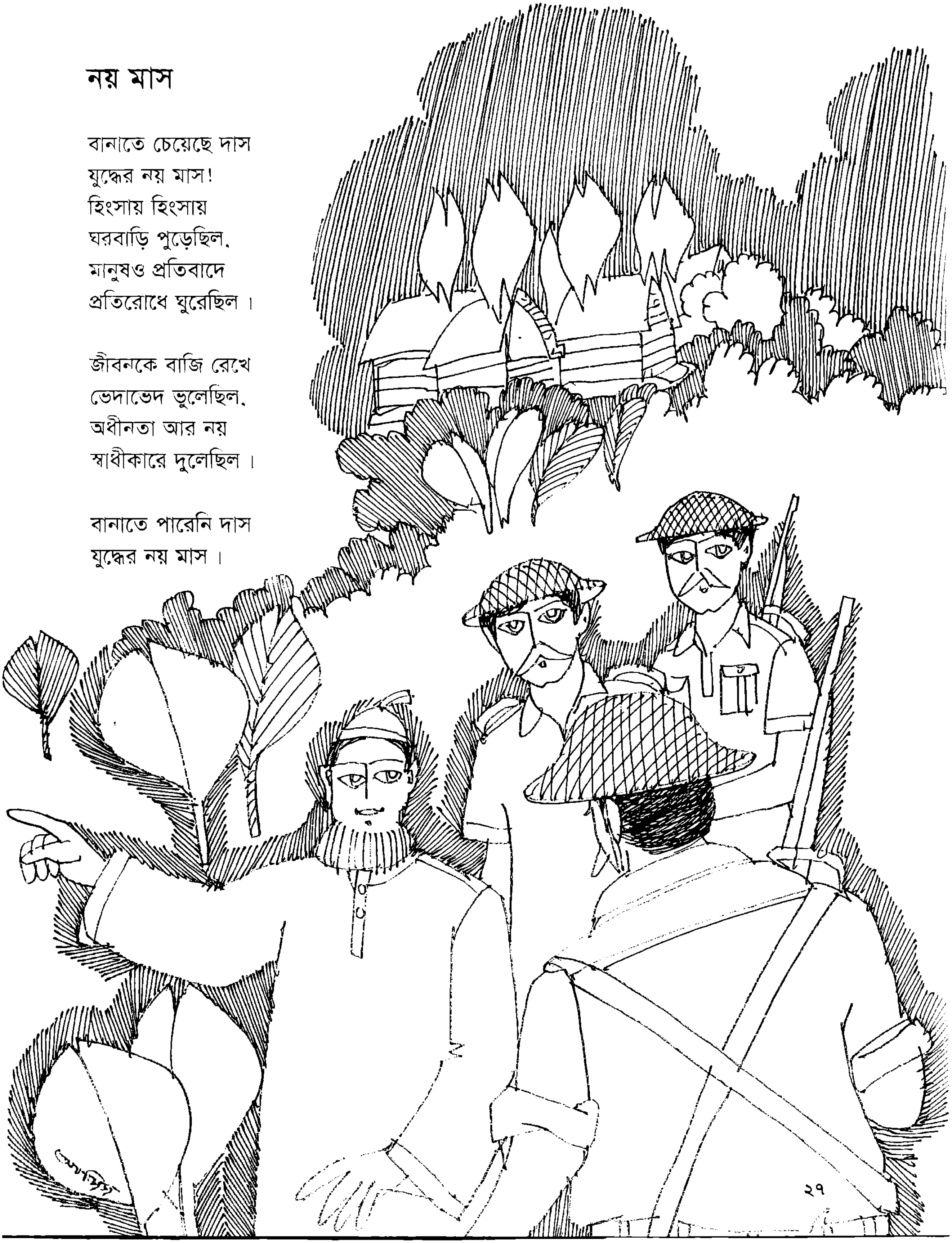

সেই

সেই নদী
নিরবধি,
এখানো–
সেই জলে
মিশেছিল
রক্ত,
হাবুলের
কাবুলের
আর কত
আবুলের,
সেই দিন একাত্তুর
কাছাকাছি নয়তো দূর ।
ভোলা বড়
শক্ত,
আমাদের দেহে-দেহে
বহমান
সেই লাল রক্ত,
মুছে ফেলা শক্ত ।

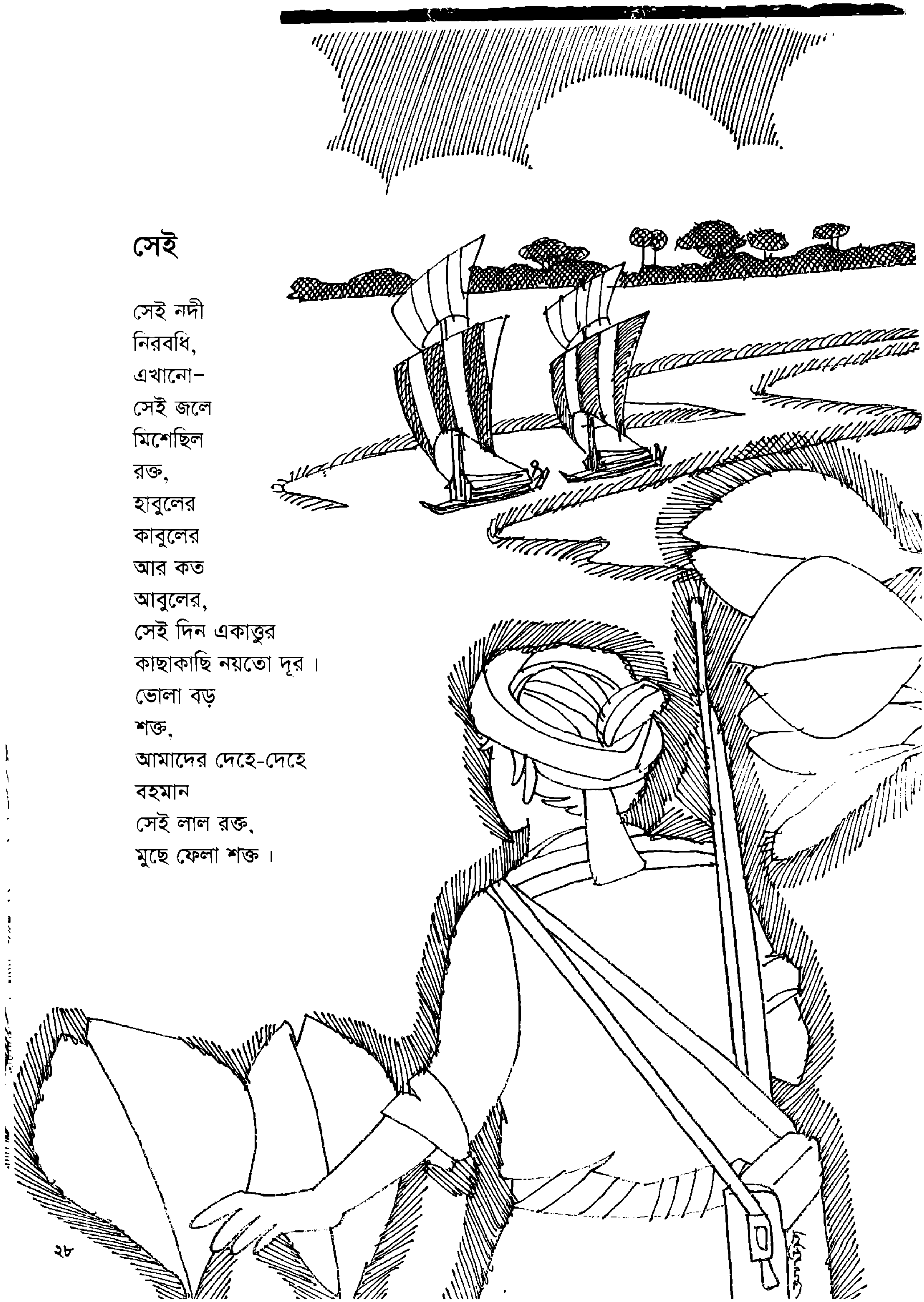

স্বদেশভূমি

পুরনো হয় না স্বদেশভূমি
পুরনো হয় না মা,
পুরনো হয় না এই প্রকৃতি
সবুজ সোনার গাঁ ।

পুরনো হয় না চাঁদের আলো
রোদ আর বৃষ্টি,
পুরনো হয় না সূর্য-কিরণ
ফুল ফসল সৃষ্টি ।

পুরনো হয় না গাছগাছালি
বৈশাখ-চৈত্র মাস,
পুরনো হয় না চারণভূমি
মাঠের সবুজ ঘাস ।

পুরনো হয় না নদী ও নালা
পুকুর জলের মাছ,
পুরনো হয় না ধানের জমি
কুমড়ো-লতা গাছ ।

পুরনো হয় না বন ও পাহাড়ে
কত যে বৃক্ষলতা,
পুরনো হয় না বন ও বাদাড়ে
হরিণের চঞ্চলতা ।

পুরনো হয় না দিন ও রাত্রি
মাথার উপর আকাশ,
পুরনো হয় না জন্মভূমির
শ্যামল-ছায়া বাতাস ।

পুরনো হয় না পাখপাখালির
মিষ্টি-মধুর গান,
পুরনো হয় না শত শহীদের
উজ্জ্বল আত্মদান ।

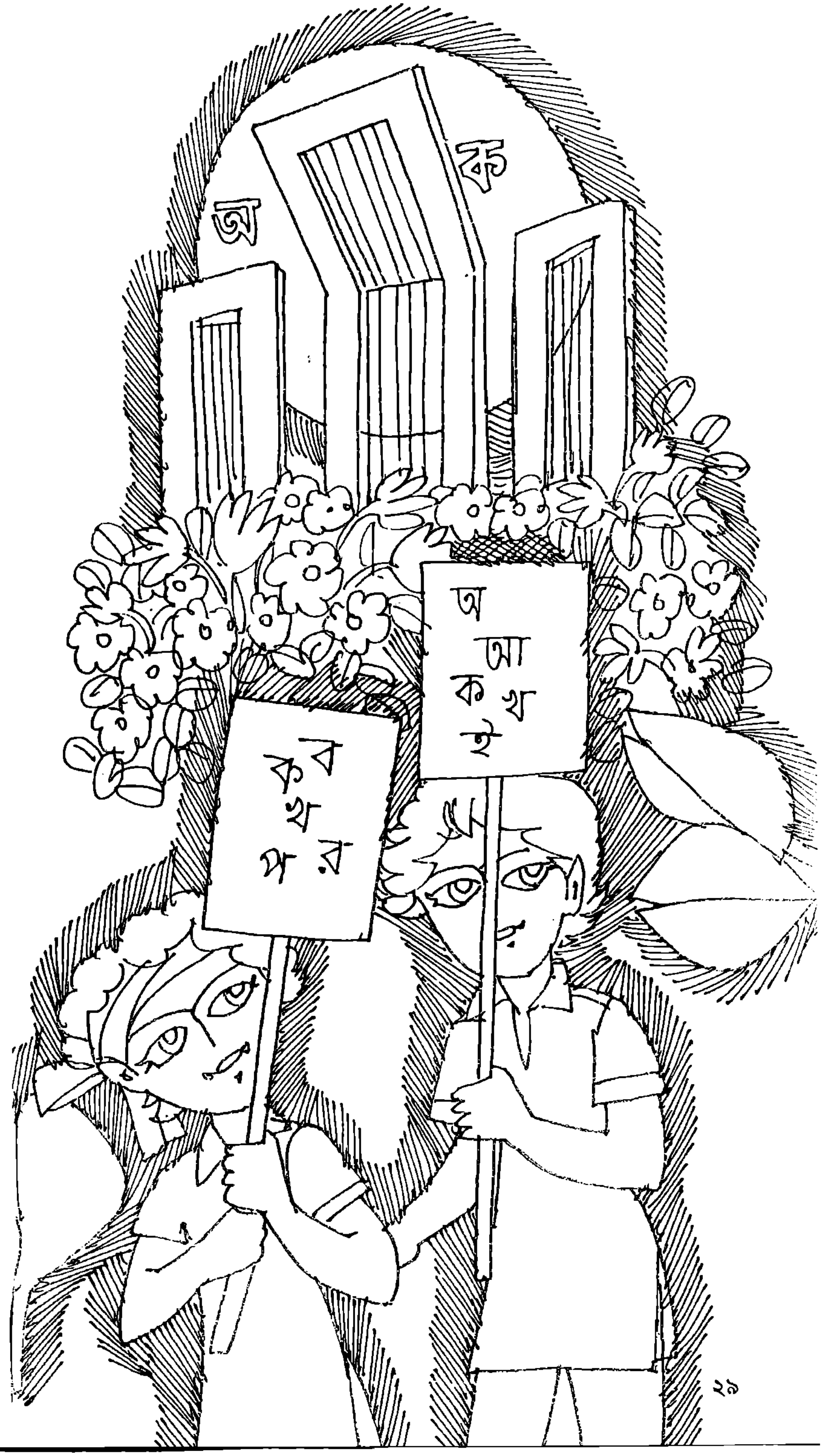

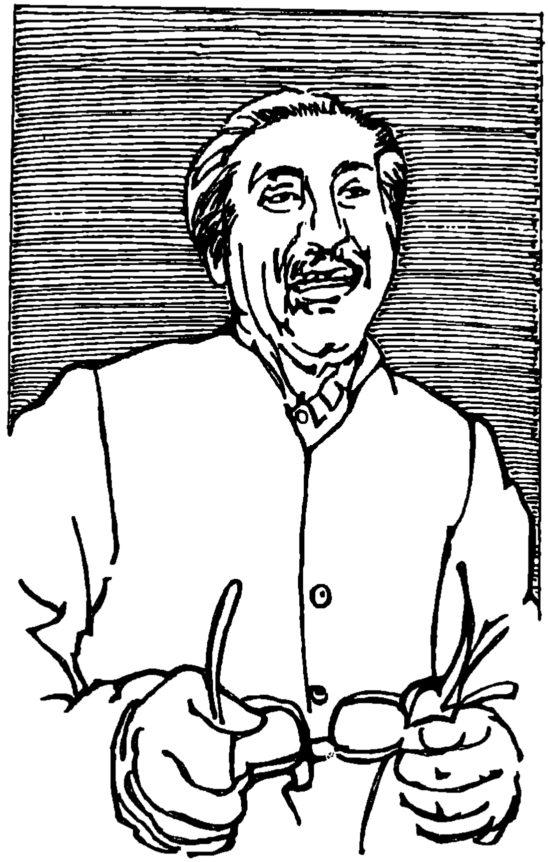

বঙ্গবন্ধু'র ছবি

ছবিটা রাখিনা টাঙিয়ে
রাখিনা ঝুলিয়ে
রাখিনা খুলিয়ে
কেউ যদি ফেলে ভাঙিয়ে।

ছবিটা রাখবো
নিজের মজ্জায়.
ছবিটা রাখবো
নিজের সজ্জায়
কে নেবে ভুলিয়ে?
কে নেবে তুলিয়ে?
হাতের কব্জায়!

ছবিটা রেখেছি রাঙিয়ে
মনের ভেতর
প্রাণের ভেতর
নিতে পারে কেউ ডাঙিয়ে?

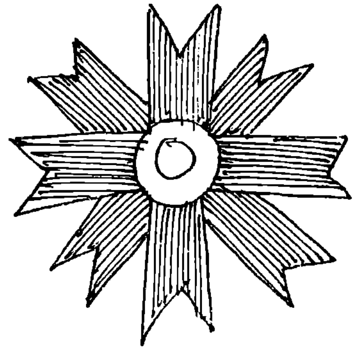

বিচ্ছু

বালকেরা হয়ে উঠলো দামাল
হানাদারেরা দিতে পারেনি সামাল,
রাত্রিবেলা হেঁটে হেঁটে গ্রামগঞ্জ পার
নিজের শক্তিতে আস্থা রাখে অপার ।

তাদের নাম হলো আরও 'বিচ্ছু'
মরণ কামড়েও হয়নি তাদের কিচ্ছু
সেই বালকেরা এনেছে উদয়কাল
তাদের জন্যে ধরতে পারি হাল ।

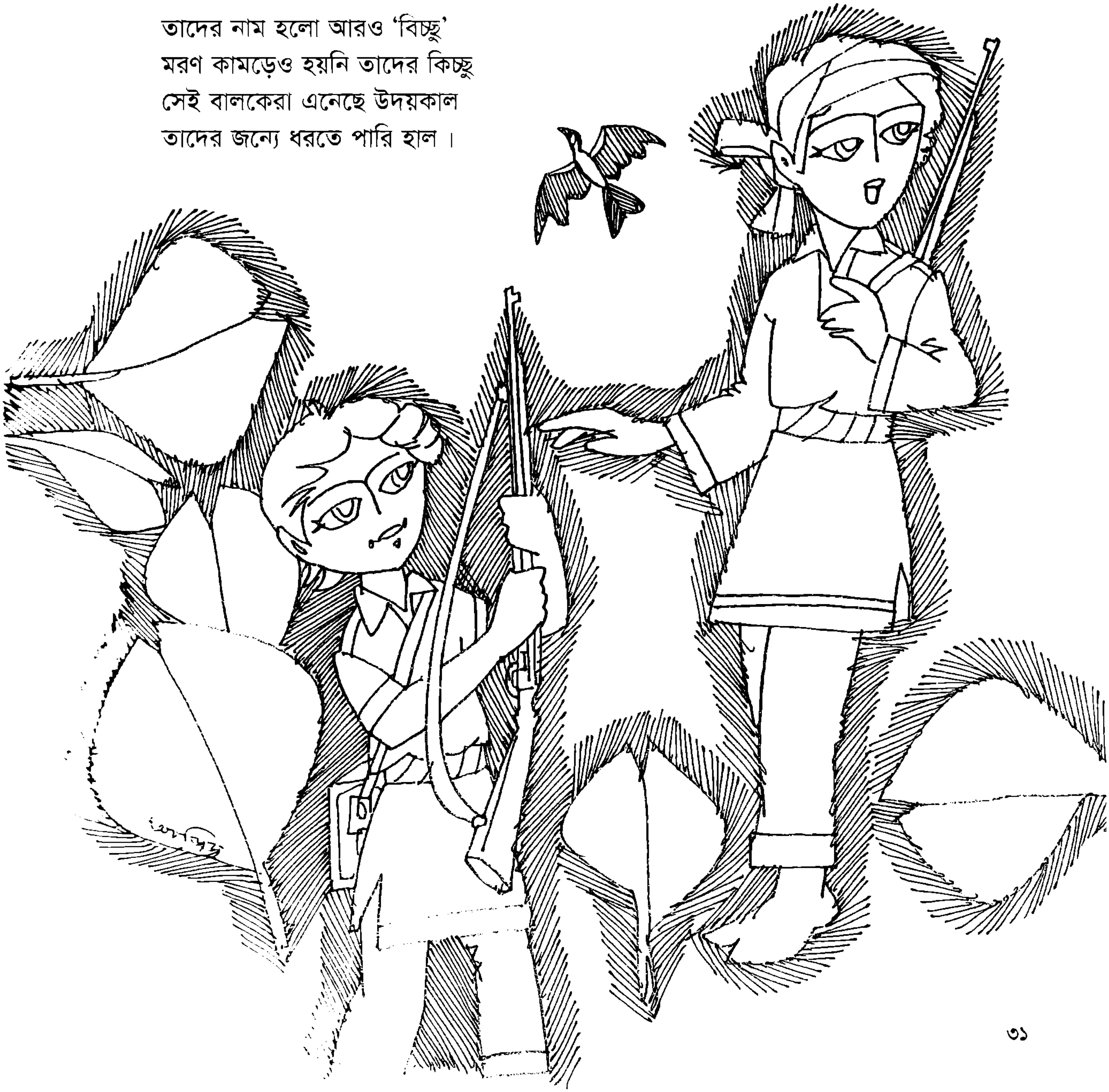

একাত্তর

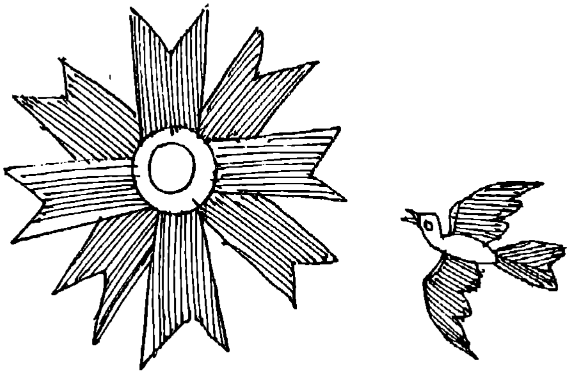

এখানে পড়েছে বোম
ঘরের নিভেছে মোম
ওখানে চলেছে গুলি
বোনের উড়েছে খুলি
সেদিন কীভাবে ভুলি?
এসেছিল যম
বেড়েছিল দম
পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি,
সেই চেতনায়
এখনো আমরা দুলি।